

এই পথ চলা

শুজা রশীদ

৪ – শুজা লী – মাস্টার অব কুংফু কারাতে

বাংলাদেশের এমন কোন ছেলে আছে কিনা যে ফুটবলের পেলে আর মার্শাল আর্টের ব্রুস লীর নাম শোনে নি কিংবা জীবনের কোন একটা সময়ে মনে মনে তাদেরকে দেবতা জ্ঞান (আক্ষরিক অর্থে নয়) করে নি তাতে আমার সন্দেহ আছে। অন্তত পক্ষে আমি যখন ঢাকায় আমার বাল্যকাল কাটাছি মাঠে ঘাটে মার্বেল, ডাঙ্গুলী আর ফুটবল খেলে তখন অবস্থা সেই রকমই ছিল।

মার্শাল আর্টের প্রতি সব সময়েই আমার একটা দুর্বলতা আছে। মারপিটে আমার কোন আসক্তি নেই। মার্শাল আর্টের আর্ট আমাকে মুগ্ধ করে। হাত পা চালানোর অভিনব সব কৌশল রপ্ত করে একজন ছোটখাট মানুষও যে কেমন শক্তিমান এবং ভয়াবহ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে ব্রুসলী তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ব্রুস লীর বিখ্যাত সিনেমাগুলো অধিকাংশ মার্শাল আর্ট প্রেমিকরা অবশ্যই দেখেছেন। ‘এন্টার দ্য ড্রাগন’ তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। কতবার দেখেছি হিসেব নেই। ছোটখাট দড়ির মত পাকানো শরীরের একটা মানুষ সব যন্ত্রা-পাড়া গুলোকে পিটিয়ে ভর্তা করছে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে যাবার কি আছে?

ইদানীং একটা নতুন ছায়াছবি মুক্তি পেয়েছে ব্রুস লীকে নিয়ে – বার্থ অব এ ড্রাগন। ছায়াছবিটা তরুণ ব্রুস লী এবং আরেক কুংফু মাস্টার ওয়াং জ্যাক ম্যানের প্রতিদ্বন্দ্বীতাকে উপজীব্য করে নির্মিত। ব্রুস লী তখন সান

ফ্রান্সিস্কাতে মার্শাল আর্টের স্কুল খুলেছে। ওয়াং জ্যাক ম্যান ছিল শাওলিন মং যে মাত্র চায়না টাউনে এসেছিল চীন থেকে। ব্রুস লির স্টাইল নিয়ে সন্দেহ পোষণ করায় ব্রুস লী তাকে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আহ্বান করে। মাত্র জনা সাতক মানুষের সামনে ব্রুস লীর মার্শাল আর্টের স্কুলের ভেতরে দু'জনে এই ঐতিহাসিক লড়াইটা লড়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে। কে জয়ী হয়েছিল সেই যুদ্ধে তা নিয়ে দ্বিমত আছে। ব্রুস লি অবশ্য নিজেকে জয়ী বলে ঘোষণা করে কিন্তু নিজের স্টাইলের উপযুক্ততা নিয়ে তার মনে সন্দেহ জাগে। তার পরই সে সৃষ্টি করে তার নিজস্ব স্টাইল জিত কুন ডু।

আমরা খুব ছোটবেলা থেকেই এই গল্প নানা জায়গায় শুনেছি এবং পড়েছি। যাইহোক, এই মুভিটি দেখার সুবাদে আমার বাল্য এবং যৌবনের বেশ কিছু স্মৃতি হড়হড় করে মনে পড়ে গেল। সেই স্মৃতিচারণ না করলেই নয়।

বেশ ছোটবেলায় দেখেছিলাম চাইনীজ বক্সার নামে একটি মুভি। খুব সম্ভবত তখন বিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে পড়ি। সময়টা গুলিয়ে গেলেও মুভির গ্লটটা এখনও অল্প সল্প মনে আছে। কুং ফু এক্সপার্ট'নায়ক তার শিক্ষকের হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য গরম বালুর মধ্যে হাত পুড়িয়ে হাত পাথরের মত শক্ত করে ফেলে। তারপর সে যায় বদমায়েশদের সাথে যুদ্ধ করতে। ভয়াবহ সব ফাইটিং সিন। সেই সিনেমা দেখে হৃদয়ে এমন দাগ কাটল যে যত্র তত্র হাই হুই করে কুংফু কারাতে প্রাক্টিস শুরু করে দিলাম আমরা কয়েকজন ভক্ত। আমাদের ক্যাডেট কলেজে তখন আনোয়ার কামাল ভাই (গ্রান্ড মাস্টার প্রফেসর ইউরি নামে খ্যাত, যিনি ২০১২ তে পৃথিবীব্যাপি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনটি বেসবল ব্যাট এক লাথিতে ভেঙে বিশ্ব রেকর্ড করে, যদিও তার সেই রেকর্ড ইদানীং ভেঙে গেছে) মার্শাল আর্ট শেখাতেন। ইচ্ছে থাকলেও তার সাথে যোগ দান করি নি তখন। সাহস হত না। তাকে দেখেই মনে হত এই বোধহয় পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে দেবে। আদতে সে খুবই শান্ত শিষ্ট ছিল, কথা বার্তা কমই বলত।

যাই হোক, এই সব ধ্যান ধারণা কারো মাথায় একবার ঢুকে গেলে সেটা তাড়ানো দুঃসাধ্য। নিজে নিজে বাসায় প্রাক্টিস করতে গিয়ে খালা-বাসন-বাটি-গ্লাশ থেকে শুরু করে ভাই বোনের জীবন যখন দুঃসহ করে দিলাম

তখন মা একদিন ঝাড়ু হাতে তেড়ে এলেন। “আবার যদি দেখেছি ছোট ভাই বোনের সাথে ভ্যাড়াং ভ্যাড়াং করছিস! যা, তোর সাইজের কারো সাথে গিয়ে কর।”

তখন মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছি। ব্রুস লী বলতে অজ্ঞান। খুঁজে পেতে ভিডিও ক্যাসেট এনে তার পুরানো সিনেমাগুলো দেখি আর চাই চুই করি। ছোট ভাইয়ের আগ্রহ কম নয় কিন্তু সমস্যা হল হাত পা ছোড়াছুড়ি করতে গেলে দু’ একটা বাড়ি খেলে সে মায়ের কাছে গিয়ে নালিশ দেয়। নিজেই কাঠ ফাঠ জোগাড় করে নান চাকু বানিয়ে ছাদের উপর খুব ক্যাচাং ক্যাচাং করে প্রাক্টিস করতে গিয়ে মুখে মাথায় বাড়ি খেয়ে প্রায়ই ক্ষত বিক্ষত হয়ে বাসায় ফিরতাম। কাঁচা ঘায়ে নুনের ছিটা দেবার জন্য মা তেঁতো হয়ে বলত, “একদিন নিজেই নিজের মাথায় বাড়ি দিয়ে চিং পটাং হয়ে থাকবি। কি রে আমার কুংফু মাস্টার! ফুঁ দিলে উড়ে যায়!”

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্জন হলের ছাত্র। নিকটেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল জিমনেশিয়াম। সেখানে তখন মহা সমারোহে মার্শাল আর্ট শেখান বিটু ভাই (তার আসল নামটা আজ আর মনে নেই। বিটুই চলুক)। মাকে দেখানোর জন্যই হয়ত তার দলে গিয়ে নাম লেখালাম। বিটু ভাই ন্যাশানালে গোল্ড মেডাল পেয়েছিল। কয়েকজন বন্ধুরও দেখা পাওয়া গেল। বিশাল সব স্বপ্ন। ন্যাশানালে যাবো, গোল্ড মেডেল পাবো। গাছে কাঠাল গোঁফে তেল!

ক’দিনেই বুঝলাম কত ধানে কত চাল। ভোর পাঁচটায় উঠে দুই মাইল দৌড়ে যাই প্রাক্টিসে। সেখানে ঘন্টা খানেক হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে আবার দৌড়ে বাসায় ফিরে তৈরী হয়ে যেতে হয় ক্লাশে। তারপরও লেগে ছিলাম বেশ কিছুদিন। বিটু ভাই আমার অতিমাত্রায় হাত পা চালাচালি দেখে একদিন এক বিশাল দেহীর সাথে লাগিয়ে দিল। আমার চেয়ে এক মাথা লম্বা ছেলেটার দিকে ধেয়ে গিয়ে ফ্লাইং কিক করতে গিয়ে তার টেকির মত হাঁটুতে গিয়ে আছড়ে পড়ে নিজেই পা ধরে ব্যাথায় ককাতো লাগলাম। বিটু ভাই হেসে বলল, “শুধু লাফ দিলেই চলবে? মাথা খাটাতে হবে না?”

ক’দিন বাদে বিটু ভাই নিজেই প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড়িয়ে গেল। তার ভয়াবহ দাঁত খিচানি আর বিকট চীৎকার চেঁচামেচি শুনে এমন ভড়কে গেলাম যে

লড়ব কি পালিয়ে বাঁচি না। প্রায় মিনিট তিনেক চেষ্টা করেও যখন আমার নাগাল পেল না তখন বিটু ভাই হতাশ হয়ে থেমে গেল। “পালিয়ে বেড়ালে চলবে? ফাইট করতে হবে না?”

আমি নিরীহ কঠে বললাম, “লিভ টুডে, ফাইট টুমরো।”

ভালোই চলছিল। কষ্ট হত কিন্তু তারপরও দল বেঁধে মারপিট প্রাক্টিস করার মধ্যে কি যেন একটা মোহ ছিল। বিটু ভাই কানে কানে বিড় বিড় করে, ‘চালিয়ে যাও। তুমি হ্যাংলা পাতলা আছো। ন্যাশানালে কম ওজনের গ্রুপে সুযোগ হতে পারো। আমি মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। বাতাসে লাথি ঘুষি ছোড়া আর টুর্নামেন্টে গিয়ে রক্ত মাংশের প্রতিদ্বন্দ্বির বিরুদ্ধে লড়াই করা কি এক কথা? কিন্তু কিছু বলতে পারছি না। দেখাই যাক না পানি কত দূর গিয়ে গড়ায়।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য আমাকে কোথাও যেতে হয় নি। বিধাতাই আমাকে রক্ষা করলেন। বিটু ভাই এক শুভ সকালে এক গাদা বই নিয়ে এসে হাজির হল ট্রেনিং ক্লাশে। কি ব্যাপার? না, সে একটা কবিতার বই ছাপিয়েছে। পাতা ভর্তি তার লেখা কবিতা। মার্শাল আর্টে দক্ষতা অমার্জনীয় হলেও লেখা লেখি কিছু কিছু করি, কবি না হলেও কবিতা জ্ঞান একেবারে মন্দ নয়। বিটু ভাইয়ের কবিতার বইয়ের দ্বিতীয় পাতাতেই আটকে গেলাম। সমস্যা অবশ্য হল যখন বিটু ভাই সবার হাতে দুই ডজন করে কবিতার বই ধরিয়ে দিয়ে বলল, “বিক্রী করে এক সপ্তাহ পরে আমাকে টাকা দিও”।

সেই কবিতার বই কাউকে একটাও গছাতে পারি নি এবং আমি আর লজ্জায় ফিরেও যাই নি। আমার কুংফু কারাত ইতিহাসের সেখানেই যবনিকাপাত।

ব্রুস লীর কথায় ফিরে যাই। মার্শাল আর্টে কিংবদন্তীর নায়ক হলেও ব্রুস লী নিজে ছায়াছবির জগতের বাইরে খুব একটা লড়াই করত না। কিন্তু অসম্ভব সাধনার সাথে ট্রেনিং করত। মার্শাল আর্টকে পশ্চিমে জনপ্রিয় করবার পেছনে তার অবদান খুব সম্ভবত সবচেয়ে বেশী। তার একটা উক্তি আমার খুব মনে ধরেছে। এই উক্তি থেকে বোঝা যায় তার অধ্যাবসায় কোন পর্যায়ের ছিল।

“যে দশ হাজার লাথি একবার করে প্রাক্টিস করেছে তাকে নিয়ে আমার কোন চিন্তা নেই, কিন্তু যে এক লাথি দশ হাজার বার প্রাক্টিস করেছে তাকে নিয়ে আমার অনেক ভয়।”